গীতালি

প্রকাশক

এলাহাবাদ—ইণ্ডিয়ান প্রেস

ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস্,

২২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্—কলিকাতা

এলাহাবাদ—ইণ্ডিয়ান প্রেস হইতে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সূচী

আশীর্ব্বাদ

এই আমি একমনে সঁপিলাম তাঁরে,—
তোমরা তাঁহারি ধন আলোকে আঁধারে।
যখনি আমারি বলে ভাবি তোমাদের
মিথ্যা দিয়ে জাল বুনি ভাবনা-ফাঁদের।

সারথি চালান যিনি জীবনের রথ
তিনিই জানেন শুধু কার কোথা পথ।
আমি ভাবি আমি বুঝি পথের প্রহরী,
পথ দেখাইতে গিয়ে পথ রোধ করি।

আমার প্রদীপখানি অতি ক্ষীণকায়া,
যতটুকু আলো দেয় তার বেশি ছায়া।
এ প্রদীপ আজ আমি ভেঙে দিনু ফেলে,
তাঁর আলো তোমাদের নিক বাহু মেলে।

সুখী হও দুঃখী হও তাহে চিন্তা নাই;
তোমরা তাঁহারি হও, আশীর্ব্বাদ তাই।

১৬ আশ্বিন ১৩২১

রাত্রি

শান্তিনিকেতন

মিলনের পাত্রটি
পূর্ণ যে বিচ্ছেদে
বেদনায় ;
অর্পিনু হাতে তাঁর,
খেদ নাই, আর মোর
খেদ নাই।

বহুদিন-বঞ্চিত
অন্তরে সঞ্চিত
কি আশা,
চক্ষের নিমেষেই
মিটল সে পরশের
তিয়াসা।

এতদিনে জানলেম
যে কাঁদন কাঁদলেম
সে কাহার জন্য।
ধন্য এ জাগরণ,
ধন্য এ ক্রন্দন,
ধন্য রে ধন্য॥

শ্রাবণ ১৩২১
শান্তিনিকেতন

তুমি আড়াল পেলে কেমনে
এই মুক্ত আলোর গগনে ?

কেমন করে' শূন্য সেজে
ঢাকা দিলে আপনাকে যে,
সেই খেলাটি উঠল বেজে
বেদনে,—
আমার প্রাণের বেদনে।

আমি এই বেদনার আলোকে
তোমায় দেখব দ্যুলোক ভূলোকে।

সকল গগন বসুন্ধরা
বক্ষেতে মোর আছে ভরা,
সেই কথাটি দেবে ধরা
জীবনে,—
আমার গভীর জীবনে॥

৪ ভাদ্র ১৩২১
শান্তিনিকেতন

৬

বাধা দিলে বাধবে লড়াই,
মরতে হবে।
পথ জুড়ে কি করবি বড়াই ?
সরতে হবে।

লুঠ-করা ধন করে' জড়
কে হতে চাস সবার বড়,
এক নিমেষে পথের ধূলায়
পড়তে হবে।
নাড়া দিতে গিয়ে তোমায়
নড়তে হবে।

নীচে বসে' আছিস্ কে রে
কাঁদিস্ কেন ?
লজ্জাডোরে আপনাকে রে
বাঁধিস্ কেন ?

ধনী যে তুই দুঃখধনে
সেই কথাটি রাখিস মনে,
ধূলার পরে স্বর্গ তোমায়
গড়তে হবে।
বিনা অস্ত্র বিনা সহায়
লড়তে হবে॥

৪ ভাদ্র ১৩২১
শান্তিনিকেতন

আমি হৃদয়েতে পথ কেটেছি
সেথায় চরণ পড়ে
তোমার সেথায় চরণ পড়ে।
তাই ত আমার সকল পরাণ
কাঁপচে ব্যথার ভরে গো।
কাঁপচে থরথরে।

ব্যথাপথের পথিক তুমি,
চরণ চলে ব্যথা চুমি',
কাঁদন দিয়ে সাধন আমার
চিরদিনের তরে গো
চিরজীবন ধরে'।

নয়নজলের বন্যা দেখে
ভয় করিনে আর,
আমি ভয় করিনে আর।
মরণ টানে টেনে আমায়
করিয়ে দেবে পার,
আমি তরব পারাবার।

ঝড়ের হাওয়া আকুল গানে
বইচে আজি তোমার পানে,
ডুবিয়ে তরী ঝাঁপিয়ে পড়ি
ঠেকব চরণ-পরে,
আমি বাঁচব চরণ ধরে'॥

৬ ভাদ্র ১৩২১
কলিকাতা

৫

আলো যে
যায় রে দেখা—
হৃদয়ের পূব-গগনে
সোনার রেখা।

এবারে ঘুচ্‌ল কি ভয়?
এবারে হবে কি জয়?
আকাশে হল কি ক্ষয়
কালীর লেখা?

কারে ঐ
যায় গো দেখা,
হৃদয়ের সাগরতীরে
দাঁড়ায় একা?

ওরে তুই সকল ভুলে
চেয়ে থাক্ নয়ন তুলে,—
নীরবে চরণ-মূলে
মাথা ঠেকা॥

৬ ভাদ্র ১৩২১
কলিকাতা

৬

ও নিঠুর, আরো কি বাণ
তোমার তূণে আছে ?
তুমি মর্ম্মে আমায়
মারবে হিয়ার কাছে ?

আমি পালিয়ে থাকি, মুদি আঁখি,
আঁচল দিয়ে মুখ যে ঢাকি,
কোথাও কিছু আঘাত লাগে পাছে।

মারকে তোমার
ভয় করেছি বলে
তাইত এমন
হৃদয় ওঠে জ্বলে।

যেদিন সে ভয় ঘুচে যাবে
সেদিন তোমার বাণ ফুরাবে,
মরণকে প্রাণ বরণ করে' বাঁচে॥

৭ ভাদ্র ১৩২১
শান্তিনিকেতন

সুখে আমায় রাখবে কেন,
রাখ তোমার কোলে ;
যাক্‌না গো সুখ জ্বলে'।

যাক্‌না পায়ের তলার মাটি
তুমি তখন ধরবে আঁটি,
তুলে নিয়ে দুলাবে ঐ
বাহু-দোলার দোলে।

যেখানে ঘর বাঁধব আমি
আসে আসুক্‌ বান—
তুমি যদি ভাসাও মোরে
চাইনে পরিত্রাণ।

হার মেনেছি, মিটেছে ভয়,
তোমার জয় ত আমারি জয়,
ধরা দেব, তোমায় আমি
ধরব যে তাই হলে।

৭ ভাদ্র ১৩২১
শান্তিনিকেতন

৮

ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর,
তোমার প্রেম তোমারে এমন করে'
করেছে নিষ্ঠুর।

তুমি বসে থাকতে দেবে না যে,
দিবানিশি তাইত বাজে
পরাণ-মাঝে এমন কঠিন সুর।

ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর,
তোমার লাগি দুঃখ আমার
হয় যেন মধুর।

তোমার খোঁজা খোঁজায় মোরে,
তোমার বেদন কাঁদায় ওরে,
আরাম যত করে কোথায় দূর

৮ ভাদ্র বুধবার
সুরুল

চোখে ?
তোকে ?

আপন মনে
ান-কোণে,
াঙা নয়ন
ষর দীপ্তালোকে।

আজি ?

একেবারে
দলি দ্বারে,
ই ডাকিস কারে ?
যে তোর ঘরে ঢোকে ॥

৯ই ভাদ্র
সুরুল

আঘাত কর
কাড়িলে মন

সুখের
তবে
বারে বারে

তুফান দেখে
ছেড়েছি হাল

ঘাটের
কোথা
যখন আমার

৮ ভাদ্র
সুরুল

৲

আমি যে আর সইতে পারিনে।
সুরে বাজে মনের মাঝে গো
কথা দিয়ে কইতে পারিনে।

হৃদয়-লতা নুয়ে পড়ে
ব্যথাভরা ফুলের ভরে গো,
আমি সে আর বইতে পারিনে।

আজি আমার নিবিড় অন্তরে
কি হাওয়াতে কাঁপিয়ে দিল গো
পুলক-লাগা আকুল মর্ম্মরে।

কোন্ গুণী আজ উদাস প্রাতে
মীড় দিয়েছে কোন্ বীণাতে গো,
ঘরে যে আর রইতে পারিনে॥

৯ই ভাদ্র
সুরুল

১২

পথ চেয়ে যে কেটে গেল
কত দিনে রাতে।
আজ ধূলার আসন ধন্য করে
বস্‌বে কি মোর সাথে ?

রচবে তোমার মুখের ছায়া
চোখের জলে মধুর মায়া,
নীরব হয়ে তোমার পানে
চাইব গো জোড় হাতে।

এরা সবাই কি বলে যে
লাগে না মন আর,
আমার হৃদয় ভেঙে দিল
কি মাধুরীর ভার।

বাহুর ঘেরে তুমি মোরে
রাখবে না কি আড়াল করে',
তোমার আঁখি চাইবে না কি
আমার বেদনাতে॥

৯ই ভাদ্র
সুরুল

১৩

আবার শ্রাবণ হয়ে এলে ফিরে,
মেঘ-আঁচলে নিলে ঘিরে।

সূর্য হারায়, হারায় তারা,
আঁধারে পথ হয় যে হারা,
ঢেউ দিয়েছে নদীর নীরে।

সকল আকাশ, সকল ধরা,
বর্ষণেরি বাণী-ভরা।

ঝরঝর ধারায় মাতি
বাজে আমার আঁধার রাতি,
বাজে আমার শিরে শিরে॥

১০ই ভাদ্র
সুরুল

৮

আমার সকল রসের ধারা
তোমাতে আজ হোক্‌না হারা।

জীবন জুড়ে লাগুক পরশ,
ভুবন ব্যেপে জাগুক হরষ,
তোমার রূপে মরুক ডুবে
আমার দুটি আঁখিতারা।

হারিয়ে-যাওয়া মনটি আমার
ফিরিয়ে তুমি আন্‌লে আবার।

ছড়িয়ে-পড়া আশাগুলি
কুড়িয়ে তুমি লও গো তুলি',
গলার হারে দোলাও তারে
গাঁথা তোমার করে' সারা॥

১০ই ভাদ্র
সুরুল

১৫

এই শরৎ-আলোর কমল-বনে
বাহির হয়ে বিহার করে
যে ছিল মোর মনে মনে।

তারি সোনার কাঁকন বাজে
আজি প্রভাত-কিরণ মাঝে,
হাওয়ায় কাঁপে আঁচলখানি
ছড়ায় ছায়া ক্ষণে ক্ষণে।

আকুল কেশের পরিমলে
শিউলি বনের উদাস বায়ু
পড়ে' থাকে তরুর তলে।

হৃদয় মাঝে হৃদয় দুলায়,
বাহিরে সে ভুবন ভুলায়,
আজি সে তার চোখের চাওয়া
ছড়িয়ে দিল নীল গগনে

১১ ভাদ্র
সুরুল

১৬

তোমার মোহন রূপে
কে রয় ভুলে ?
জানি না কি মরণ নাচে
নাচে গো ঐ চরণ-মূলে ?

শরৎ-আলোর আঁচল টুটে
কিসের ঝলক নেচে উঠে,
ঝড় এনেছ এলোচুলে।
মোহন রূপে কে রয় ভুলে ?

কাঁপন ধরে বাতাসেতে,
পাকা ধানের তরাস লাগে
শিউরে ওঠে ভরা ক্ষেতে।

জানি গো আজ হাহারবে
তোমার পূজা সারা হবে
নিখিল-অশ্রুসাগর-কূলে।
মোহন রূপে কে রয় ভুলে ?

১১ ভাদ্র
সুরুল

১৭

যখন তুমি বাঁধছিলে তার
সে যে বিষম ব্যথা ;
আজ বাজাও বীণা, ভুলাও ভুলাও
সকল দুখের কথা।

এতদিন যা সঙ্গোপনে
ছিল তোমার মনে মনে
আজকে আমার তারে তারে
শুনাও সে বারতা।

আর বিলম্ব কোরো না গো
ঐ যে নেবে বাতি।
দুয়ারে মোর নিশীথিনী
রয়েছে কান পাতি'।

বাঁধলে যে সুর তারায় তারায়
অন্তবিহীন অগ্নিধারায়,
সেই সুরে মোর বাজাও প্রাণে
তোমার ব্যাকুলতা॥

১১ ভাদ্র
সুরুল

১৮

আগুনের
পরশমণি
ছোঁয়াও প্রাণে।
এ জীবন
পুণ্য কর
দহন-দানে।

আমার এই
দেহখানি
তুলে ধর,
তোমার ঐ
দেবালয়ের
প্রদীপ কর,
নিশিদিন
আলোক-শিখা
জ্বলুক গানে।
আগুনের
পরশমণি
ছোঁয়াও প্রাণে।

আঁধারের
গায়ে গায়ে
পরশ তব
সারা রাত
ফোটাক তারা
নব নব।

নয়নের
দৃষ্টি হতে
ঘুচবে কালো,
যেখানে
পড়বে সেথায়
দেখবে আলো,
ব্যথা মোর
উঠবে জ্বলে
ঊর্দ্ধ-পানে।
আগুনের
পরশমণি
ছোঁয়াও প্রাণে॥

১১ ভাদ্র
সুরুল

১৯

হৃদয় আমার প্রকাশ হল
অনন্ত আকাশে।
বেদন-বাঁশি উঠ্‌ল বেজে
বাতাসে বাতাসে।

এই যে আলোর আকুলতা
আমারি এ আপন কথা,
উদাস হয়ে প্রাণে আমার
আবার ফিরে আসে।

বাইরে তুমি নানা বেশে
ফের নানান্ ছলে;
জানিনে ত আমার মালা
দিয়েছি কার গলে।

আজ কি দেখি পরাণ মাঝে,
তোমার গলায় সব মালা যে,
সব নিয়ে শেষ ধরা দিলে
গভীর সর্ব্বনাশে।
সেই কথা আজ প্রকাশ হল
অনন্ত আকাশে॥

১৩ ভাদ্র
সুরুল

২০

এক হাতে ওর কৃপাণ আছে
আর এক হাতে হার।
ও যে ভেঙেছে তোর দ্বার।

আসেনি ও ভিক্ষা নিতে,
লড়াই করে' নেবে জিতে
পরাণটি তোমার।
ও যে ভেঙেছে তোর দ্বার।

মরণেরি পথ দিয়ে ঐ
আস্‌চে জীবন-মাঝে,
ও যে আসচে বীরের সাজে।

আধেক নিয়ে ফিরবে নারে,
যা আছে সব একেবারে
করবে অধিকার।
ও যে ভেঙেছে তোর দ্বার॥

১৪ই ভাদ্র
সুরুল

পথ দিয়ে কে যায় গো চলে'
ডাক দিয়ে সে যায়।
আমার ঘরে থাকাই দায়।

পথের হাওয়ায় কি সুর বাজে,
বাজে আমার বুকের মাঝে,
বাজে বেদনায়।
আমার ঘরে থাকাই দায়।

পূর্ণিমাতে সাগর হতে
ছুটে এল বান,
আমার লাগ্‌ল প্রাণে টান।

আপন মনে মেলে' আঁখি
আর কেন বা পড়ে' থাকি
কিসের ভাবনায়?
আমার ঘরে থাকাই দায়॥

১৫ই ভাদ্র
সুরুল

১৬২

এই যে কালো মাটির বাসা
শ্যামল সুখের ধরা—
এইখানেতে আঁধার আলোয়
স্বপন-মাঝে চরা।

এরি গোপন হৃদয়-পরে
ব্যথার স্বর্গ বিরাজ করে
দুঃখে-আলো-করা।

বিরহী তোর সেইখানে যে
একলা বসে' থাকে—
হৃদয় তাহার ক্ষণে ক্ষণে
নামটি তোমার ডাকে।

দুঃখে যখন মিলন হবে
আনন্দলোক মিল্‌বে তবে
সুধায় সুধায় ভরা॥

১৬ই ভাদ্র সন্ধ্যা
সুরুল

২৩

যে থাকে থাক্ না দ্বারে,
যে যাবি যা না পারে।

যদি ঐ ভোরের পাখী
তোরি নাম যায়রে ডাকি',
একা তুই চলে যা রে।

কুঁড়ি চায়, আঁধার রাতে
শিশিরের রসে মাতে।

ফোটা ফুল চায় না নিশা,
প্রাণে তার আলোর তৃষা,
কাঁদে সে অন্ধকারে॥

১৭ ভাদ্র সকাল
সুরুল

২৪

তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে
টুকরো করে' কাছি
ডুব্‌তে রাজি আছি
আমি ডুব্‌তে রাজি আছি।

সকাল আমার গেল মিছে,
বিকেল যে যায় তারি পিছে ;
রেখো না আর, বেঁধো না আর
কূলের কাছাকাছি।

মাঝির লাগি আছি জাগি
সকল রাত্রিবেলা,
ঢেউগুলো যে আমায় নিয়ে
করে কেবল খেলা।

ঝড়কে আমি করব মিতে,
ডরব না তার ভ্রূকুটিতে ;
দাও ছেড়ে দাও ওগো, আমি
তুফান পেলে বাঁচি॥

১৭ ভাদ্র বিকাল
শান্তিনিকেতন

২৫

শুধু তোমার বাণী নয়গো
হে বন্ধু, হে প্রিয়,
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার
পরশখানি দিয়ো।

সারা পথের ক্লান্তি আমার
সারা দিনের তৃষা
কেমন করে' মেটাব যে
খুঁজে না পাই দিশা।

এ আঁধার যে পূর্ণ তোমায়
সেই কথা বলিয়ো।
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার
পরশখানি দিয়ো।

হৃদয় আমার চায় যে দিতে,
কেবল নিতে নয়,
বয়ে বয়ে বেড়ায় সে তার
যা কিছু সঞ্চয়।

হাতখানি ঐ বাড়িয়ে আন,
দাও গো আমার হাতে,
ধরব তারে, ভরব তারে,
রাখব তারে সাথে,—
একলা পথের চলা আমার
করব রমণীয়।
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার
পরশখানি দিয়ো॥

১৮ ভাদ্র
শান্তিনিকেতন

২৬

শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি
ছড়িয়ে গেল ছাপিয়ে মোহন অঙ্গুলি।

শরৎ তোমার শিশির-ধোওয়া কুন্তলে,
বনের-পথে-লুটিয়ে-পড়া অঞ্চলে
আজ প্রভাতের হৃদয় 'ওঠে চঞ্চলি'।

মাণিক-গাঁথা ঐ যে তোমার কঙ্কণে
ঝিলিক লাগায় তোমার শ্যামল অঙ্গনে।

কুঞ্জ-ছায়া গুঞ্জরণের সঙ্গীতে
ওড়না ওড়ায় এ কি নাচের ভঙ্গীতে,
শিউলি-বনের বুক যে 'ওঠে আন্দোলি'॥

১৯ ভাদ্র
সুরুল

২৭

ও আমার মন যখন জাগলি না রে
তোর মনের মানুষ এল দ্বারে।
তার চলে যাবার শব্দ শুনে
ভাঙ্‌ল রে ঘুম—
ও তোর ভাঙ্‌ল রে ঘুম অন্ধকারে।

মাটির 'পরে আঁচল পাতি'
একলা কাটে নিশীথ রাতি,
তার বাঁশি বাজে আঁধার মাঝে
দেখি না যে চক্ষে তারে।

ওরে তুই যাহারে দিলি ফাঁকি
খুঁজে তারে পায় কি আঁখি?
এখন পথে ফিরে পাবি কি রে
ঘরের বাহির করলি যারে?

২১ ভাদ্র

সুরুল

২৮

মোর মরণে তোমার হবে জয়।
মোর জীবনে তোমার পরিচয়।

মোর দুঃখ যে রাঙা শতদল
আজ ঘিরিল তোমার পদতল,
মোর আনন্দ সে যে মণিহার
মুকুটে তোমার বাঁধা রয়।

মোর ত্যাগে যে তোমার হবে জয়।
মোর প্রেমে যে তোমার পরিচয়।

মোর ধৈর্য্য তোমার রাজপথ
সে যে লঙ্ঘিবে বন-পর্ব্বত,
মোর বীর্য্য তোমার জয়রথ
তোমারি পতাকা শিরে বয়॥

২২ ভাদ্র

সুরুল

২৯

এবার আমায় ডাকলে দূরে
সাগর-পারের গোপন পুরে।

বোঝা আমার নামিয়েছি যে,
সঙ্গে আমায় নাও গো নিজে,
স্তব্ধ রাতের স্নিগ্ধ-সুধা
পান করাবে তৃষ্ণাতুরে।

আমার সন্ধ্যাফুলের মধু
এবার যে ভোগ করবে বঁধু।

তারার আলোর প্রদীপখানি
প্রাণে আমার জ্বালবে আনি,
আমার যত কথা ছিল
ভেসে যাবে তোমার সুরে॥

২৩ ভাদ্র

সুরুল

৩০

নাই কি রে তীর, নাই কি রে তোর তরী ?
কেবলি কি ঢেউ আছে তোর ?
হায়রে লাজে মরি !

ঝড়ের কালো মেঘের পানে
তাকিয়ে আছিস্ আকুল প্রাণে,
দেখিস্ নে কি কাণ্ডারী তোর
হাসে যে হাল ধরি'।

নিশার স্বপ্ন তোর
সেই কি এতই সত্য হল,
ঘুচ্‌ল না তার ঘোর ?

প্রভাত আসে তোমার পানে
আলোর রথে, আশার গানে ;
সে খবর কি দেয়নি কানে
আঁধার বিভাবরী ?

২৪ ভাদ্র
শান্তিনিকেতন

৬১

যাই না ডাকো, রইব তোমার দ্বারে ;
মুখ ফিরালে ফিরব না এইবারে।

বসব তোমার পথের ধূলার পরে
এড়িয়ে আমায় চলবে কেমন ক'রে ?
তোমার তরে যেজন গাঁথে মালা
গানের কুসুম যুগিয়ে দেব তারে।

রইব তোমার ফসল-ক্ষেতের কাছে
যেথায় তোমার পায়ের চিহ্ন আছে।

জেগে রব গভীর উপবাসে
অন্ন তোমার আপনি যেথায় আসে।
যেথায় তুমি লুকিয়ে প্রদীপ জ্বাল
বসে রব সেথায় অন্ধকারে ॥

২৬ ভাদ্র
সুরুল হইতে শান্তিনিকেতনের পথে

৩২

না বাঁচাবে আমায় যদি
মারবে কেন তবে ?
কিসের তরে এই আয়োজন
এমন কলরবে ?

অগ্নিবাণে তূণ যে ভরা,
চরণভরে কাঁপে ধরা,
জীবনদাতা মেতেছ যে
মরণ-মহোৎসবে ।

বক্ষ আমার এমন করে'
বিদীর্ণ যে কর
উৎস যদি না বাহিরায়
হবে কেমনতর ?

এই যে আমার ব্যথার খনি
জোগাবে ঐ মুকুটমণি,—
মরণ-দুখে জাগাবে মোর
জীবন-বল্লভে ॥

২৬ ভাদ্র
সুরুল হইতে শান্তিনিকেতনের পথে

যেতে যেতে একলা পথে
নিবেছে মোর বাতি।
ঝড় এসেছে, ওরে, এবার
ঝড়কে পেলেম সাথী।

আকাশ-কোণে সর্ব্বনেশে
ক্ষণে ক্ষণে উঠ্‌চে হেসে,
প্রলয় আমার কেশে বেশে
করচে মাতামাতি।

যে পথ দিয়ে যেতেছিলেম
ভুলিয়ে দিল তারে,
আবার কোথা চল্‌তে হবে
গভীর অন্ধকারে।

বুঝি বা এই বজ্ররবে
নূতন পথের বার্ত্তা কবে,
কোন্ পুরীতে গিয়ে তবে
প্রভাত হবে রাতি॥

২৬ ভাদ্র অপরাহ্ণ
সুরুল

৩৪

মালা-হতে-খসে-পড়া ফুলের একটি দল
মাথায় আমার ধরতে দাও গো ধরতে দাও,
ঐ মাধুরী-সরোবরের নাই যে কোথাও তল
হোথায় আমায় ডুবতে দাও গো মরতে দাও।

দাও গো মুছে আমার ভালে অপমানের লিখা,
নিভৃতে আজ বন্ধু তোমার আপন হাতের টীকা
ললাটে মোর পরতে দাও গো পরতে দাও।

বহুক তোমার ঝড়ের হাওয়া আমার ফুলবনে,
শুক্‌নো পাতা মলিন কুসুম ঝরতে দাও।
পথ জুড়ে যা পড়ে' আছে আমার এ জীবনে
দাও গো তাদের সরতে দাও গো সরতে দাও।

তোমার মহাভাণ্ডারেতে আছে অনেক ধন,
কুড়িয়ে বেড়াই মুঠা ভরে', ভরে না তায় মন,
অন্তরেতে জীবন আমার ভরতে দাও॥

২৭ ভাদ্র

সুরুল

কোন বারতা পাঠালে মোর পরাণে
আজি তোমার অরুণ আলোয় কে জানে ?

বাণী তোমার ধরে না মোর গগনে,
পাতায় পাতায় কাঁপে হৃদয়-কাননে,
বাণী তোমার ফোটে লতা-বিতানে ।

তোমার বাণী বাতাসে সুর লাগালো,
নদীতে মোর ঢেউয়ের মাতন জাগালো ।

তরী আমার আজ প্রভাতের আলোকে
এই বাতাসে পাল তুলে দিক পুলকে,
তোমার পানে যাক সে ভেসে উজানে

২৮ ভাদ্র
সুরুল

৩৬

যেতে যেতে চায় না যেতে
ফিরে ফিরে চায়,
সবাই মিলে পথে চলা
হল আমার দায়।

দুয়ার ধরে' দাঁড়িয়ে থাকে,
দেয় না সাড়া হাজার ডাকে ;
বাঁধন এদের সাধন-ধন,
ছিঁড়তে যে ভয় পায়।

আবেশ-ভরে ধূলায় পড়ে
কতই করে ছল,
যখন বেলা যাবে চলে'
ফেলবে আঁখিজল।
নাই ভরসা, নাই যে সাহস,
চিত্ত অবশ, চরণ অলস,
লতার মত জড়িয়ে ধরে
আপন বেদনায়॥

২৮ ভাদ্র
শান্তিনিকেতন

৩৯

না রে তোদের ফিরতে দেব না রে—
মরণ যেথায় লুকিয়ে বেড়ায়
সেই আরামের দ্বারে।

চলতে হবে সামনে সোজা,
ফেলতে হবে মিথ্যা বোঝা,
টলতে আমি দেব না যে
আপন বাথা-ভারে।

না রে তোদের রইতে দেব না রে
দিবানিশি ধূলাখেলায়
খেলাঘরের দ্বারে।

চলতে হবে আশার গানে
প্রভাত-আলোর উদয়-পানে;
নিমেষ-তরে পাবিনেকো
বসতে পথের ধারে।

না রে তোদের থামতে দেব না রে
কানাকানি করতে কেবল
কোণের ঘরের দ্বারে।

ঐ যে নীরব বজ্রবাণী
আগুন বুকে দিচ্চে হানি',
সইতে হবে বইতে হবে
মানতে হবে তারে॥

২৮ ভাদ্র অপরাহ্ণ
সুরুল

মনকে হোথায় বসিয়ে রাখিস্‌নে।
তোর ফাটল-ধরা ভাঙা ঘরে
ধূলার পরে পড়ে' থাকিস্‌নে।

ওরে অবশ, ওরে ক্ষেপা,
মাটির পরে ফেলবি রে পা,
তারে নিয়ে গায়ে মাখিস্‌নে।

ঐ প্রদীপ আর জ্বালিয়ে রাখিস্‌নে
রাত্রি যে তোর ভোর হয়েছে
স্বপন নিয়ে পড়ে' থাকিস্‌নে।

উঠল এবার প্রভাত রবি,
খোলা পথে বাহির হবি,
মিথ্যা ধূলায় আকাশ ঢাকিস্‌নে॥

২৯ ভাদ্র
সুরুল

৪১

এতটুকু আঁধার যদি
লুকিয়ে রাখিস বুকের পরে
আকাশভরা সূর্যতারা
মিথ্যা হবে তোদের তরে।

শিশির-ধোওয়া এই বাতাসে
হাত বুলাল ঘাসে ঘাসে,
ব্যর্থ হবে কেবল সে সে
তোদের ছোট কোণের 'পরে।

মুগ্ধ ওরে স্বপ্নঘোরে
যদি প্রাণের আসনকোণে
ধূলায়-গড়া দেবতারে
লুকিয়ে রাখিস আপন মনে—

চিরদিনের প্রভু তবে
তোদের প্রাণে বিফল হবে,
বাইরে সে যে দাঁড়িয়ে রবে
কত না যুগ যুগান্তরে॥

৩০ ভাদ্র
সুরুল

কাঁচা ধানের ক্ষেতে যেমন
শ্যামল সুধা ঢেলেছ গো
তেমনি করে' আমার প্রাণে
নিবিড় শোভা মেলেছ গো।

যেমন করে' কালো মেঘে
তোমার আভা গেছে লেগে,
তেমনি করে' হৃদয়ে মোর
চরণ তোমার ফেলেছ গো।

বসন্তে এই বনের বায়ে
যেমন তুমি ঢাল ব্যথা,
তেমনি করে' অন্তরে মোর
ছাপিয়ে ওঠে ব্যাকুলতা।

দিয়ে তোমার রুদ্র আলো
বজ্র আগুন যেমন জ্বালো,
তেমনি তোমার আপন তাপে
প্রাণে আগুন জ্বেলেছ গো।

৩১ ভাদ্র
সুরুল

৪৩

দুঃখ যদি না পাবে ত
দুঃখ তোমার ঘুচবে কবে?
বিষকে বিষের দাহ দিয়ে
দহন করে' মারতে হবে।

জ্বলতে দে তোর আগুনটারে,
ভয় কিছু না করিস তারে,
ছাই হয়ে সে নিভবে যখন
জ্বলবে না আর কভু তবে।

এড়িয়ে তাঁরে পালাস না রে
ধরা দিতে হোস না কাতর।
দীর্ঘ পথে ছুটে কেবল
দীর্ঘ করিস দুঃখটা তোর।

মরতে মরতে মরণটারে
শেষ করে' দে একেবারে,
তার পরে সেই জীবন এসে
আপন আসন আপনি লবে॥

১ আশ্বিন
শান্তিনিকেতন

৪৪

না রে না রে হবে না তোর স্বর্গসাধন—
সেখানে যে মধুর বেশে
ফাঁদ পেতে রয় সুখের বাঁধন।

ভেবেছিলি দিনের শেষে
তপ্ত পথের প্রান্তে এসে
সোনার মেঘে মিলিয়ে যাবে
সারাদিনের সকল কাঁদন।

না রে না রে হবে না তোর হবে না তা—
সন্ধ্যাতারার হাসির নীচে
হবে না তোর শয়ন পাতা।

পথিক বঁধু পাগল করে'
পথে বাহির করবে তোরে,
হৃদয় যে তোর ফেটে গিয়ে
ফুটবে তবে তাঁর আরাধন॥

১ আশ্বিন
শান্তিনিকেতন

৪৫

তোমার এই মাধুরী ছাপিয়ে আকাশ ঝরবে,
আমার প্রাণে নইলে সে কি কোথাও ধরবে ?

এই যে আলো সূর্য্যে গ্রহে তারায়
ঝরে' পড়ে শত লক্ষ ধারায়,
পূর্ণ হবে এ প্রাণ যখন ভরবে।

তোমার ফুলে যে রং ঘুমের মত লাগ্‌ল
আমার মনে লেগে তবে সে যে জাগ্‌ল।

যে প্রেম কাঁপায় বিশ্ববীণায় পুলকে
সঙ্গীতে সে উঠবে ভেসে পলকে
যেদিন আমার সকল হৃদয় হরবে ॥

১ আশ্বিন সন্ধ্যা
সুরুল

৪৬

না গো এই যে ধূলা, আমার না এ।
তোমার ধূলার ধরার 'পরে
উড়িয়ে যাব সন্ধ্যাবায়ে।

দিয়ে মাটি আগুন জ্বালি'
রচলে দেহ পূজার থালি,
শেষ আরতি সারা করে'
ভেঙে যাব তোমার পায়ে।

ফুল যা ছিল পূজার তরে,
যেতে পথে ডালি হতে
অনেক যে তার গেছে পড়ে।

কত প্রদীপ এই থালাতে
সাজিয়েছিলে আপন হাতে,
কত যে তার নিব্‌ল হাওয়ায়
পৌঁছল না চরণছায়ে॥

২ আশ্বিন প্রভাত
সুরুল

৪৭

এই কথাটা ধরে' রাখিস
মুক্তি তোরে পেতেই হবে।
যে পথ গেছে পারের পানে
সে পথে তোর যেতেই হবে।

অভয় মনে কণ্ঠ ছাড়ি'
গান গেয়ে তুই দিবি পাড়ি,
খুসি হয়ে ঝড়ের হাওয়ায়
ঢেউ যে তোরে খেতেই হবে।

পাকের ঘোরে ঘোরায় যদি
ছুটি তোরে পেতেই হবে।
চলার পথে কাঁটা থাকে
দলে' তোমায় যেতেই হবে।

সুখের আশা আঁকড়ে লয়ে
মরিস্‌নে তুই ভয়ে ভয়ে,
জীবনকে তোর ভরে' নিতে
মরণ-আঘাত খেতেই হবে॥

২ আশ্বিন অপরাহ্ণ
সুরুল

৺ ৪৮

লক্ষ্মী যখন আসবে তখন
কোথায় তারে দিবি রে ঠাঁই ?
দেখ্‌রে চেয়ে আপন পানে
পদ্মটি নাই পদ্মটি নাই।

ফিরচে কেঁদে প্রভাত-বাতাস,
আলোক যে তোর ম্লান হতাশ,
মুখে চেয়ে আকাশ তোরে
শুধায় আজি নীরবে তাই।

কত গোপন আশা নিয়ে
কোন্ সে গহন রাত্রিশেষে
অগাধ জলের তলা হতে
অমল কুঁড়ি উঠল ভেসে।

হল না তার ফুটে ওঠা,
কখন ভেঙে পড়ল বোঁটা,
মর্ত্ত্য-কাছে স্বর্গ যা চায়
সেই মাধুরী কোথা রে পাই॥

২ আশ্বিন অপরাহ্ণ
সুরুল

৪৯

ঐ অমল হাতে রজনী প্রাতে
আপনি জ্বালো
এই ত আলো—
এই ত আলো।

এই ত প্রভাত, এই ত আকাশ,
এই ত পূজার পুষ্পবিকাশ,
এই ত বিমল, এই ত মধুর,
এই ত ভালো—
এই ত আলো—
এই ত আলো।

আঁধার মেঘের বক্ষে জেগে
আপনি জ্বালো
এই ত আলো—
এই ত আলো।

এই ত ঝঞ্ঝা তড়িৎ-জ্বালা,
এই ত দুখের অগ্নিমালা,
এই ত মুক্তি, এই দীপ্তি,
এই ত ভালো—
এই ত আলো—
এই ত আলো॥

৭ আশ্বিন
সুরুল হতে শান্তিনিকেতনের পথে

৫

মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে
একেলা রয়েছ নীরব শয়ন-পরে—
প্রিয়তম হে জাগ জাগ জাগ।
রুদ্ধ দ্বারের বাহিরে দাঁড়ায়ে আমি
আর কতকাল এমনে কাটিবে স্বামী—
প্রিয়তম হে জাগ জাগ জাগ।

রজনীর তারা উঠেছে গগন ছেয়ে,
আছে সবে মোর বাতায়ন-পানে চেয়ে—
প্রিয়তম হে জাগ জাগ জাগ।
জীবনে আমার সঙ্গীত দাও আনি,
নীরব রেখো না তোমার বীণার বাণী—
প্রিয়তম হে জাগ জাগ জাগ।

মিলাব নয়ন তব নয়নের সাথে,
মিলাব এ হাত তব দক্ষিণ হাতে—
প্রিয়তম হে জাগ জাগ জাগ।
হৃদয়-পাত্র সুধায় পূর্ণ হবে,
তিমির কাঁপিবে গভীর আলোর রবে—
প্রিয়তম হে জাগ জাগ জাগ॥

৮ আশ্বিন প্রভাত
সুরুল

৫১

খুসি হ তুই আপন মনে।
রিক্ত হাতে চল্‌না রাতে
নিরুদ্দেশের অন্বেষণে!

চাস্‌নে কিছু, কোস্‌নে কিছু,
করিস্‌নে তোর মাথা নীচু,
আছে রে তোর হৃদয় ভরা
শূন্য ঝুলির অলখ ধনে।

নাচুক না ঐ আঁধার আলো।
তুলুক না ঢেউ দিবানিশি
চারদিকে তোর মন্দভালো।

তোর তরী তুই দে খুলে দে,
গান গেয়ে তুই পাল তুলে দে,
অকূল-পানে ভাস্‌বি রে তুই,
হাস্‌বি রে তুই অকারণে॥

আশ্বিন সন্ধ্যা
সুরুল

৫২

সহজ হবি, সহজ হবি,
ওরে মন, সহজ হবি।
কাছের জিনিস দূরে রাখে
তার থেকে তুই দূরে রবি।

কেন রে তোর দু'হাত পাতা,
দান ত না চাই, চাই যে দাতা,
সহজে তুই দিবি যখন
সহজে তুই সকল লবি।

সহজ হবি সহজ হবি
ওরে মন, সহজ হবি--
আপন বচন-রচন হতে
বাহির হয়ে আয়রে কবি।

সকল কথার বাহিরেতে
ভুবন আছে হৃদয় পেতে,
নীরব ফুলের নয়ন-পানে
চেয়ে আছে প্রভাত-রবি॥

৯ আশ্বিন প্রভাত
সুরুল

৫৩

ওরে ভীরু, তোমার হাতে নাই ভুবনের ভার।
হালের কাছে মাঝি আছে
করবে তরী পার।

তুফান যদি এসে থাকে
তোমার কিসের দায়—
চেয়ে দেখ ঢেউয়ের খেলা,
কাজ কি ভাবনায়?
আসুকনাকো গহন রাতি,
হোক না অন্ধকার—
হালের কাছে মাঝি আছে
করবে তরী পার।

পশ্চিমে তুই তাকিয়ে দেখিস
মেঘে আকাশ ডোবা ;
আনন্দে তুই পূবের দিকে
দেখ্‌না তারার শোভা ।

সাথী যারা আছে, তারা
তোমার আপন বলে'
ভাব কি তাই রক্ষা পাবে
তোমারি ঐ কোলে ?
উঠবেরে ঝড়, দুলবেরে বুক,
জাগ্‌বে হাহাকার—
হালের কাছে মাঝি আছে
করবে তরী পার ॥

৯ আশ্বিন অপরাহ্ন
শান্তিনিকেতন

৫৪

চোখে দেখিস, প্রাণে কানা!
হিয়ার মাঝে দেখনা ধরে'
ভুবনখানা।

প্রাণের সাথে সে যে গাঁথা,
সেথায় তারি আসন পাতা,
বাইরে তারে রাখিস তবু
অন্তরে তার যেতে মানা?

তারি কণ্ঠে তোমার বাণী।
তোরি রঙে রঙান তারি
বসনখানি।

যেজন তোমার বেদনাতে
লুকিয়ে খেলে দিনে রাতে,
সামনে যে ঐ রূপে রসে
সেই অজানা হল জানা॥

১১ আশ্বিন
শান্তিনিকেতন

৫৫

অগ্নিবীণা বাজাও তুমি
কেমন করে’ ?
আকাশ কাঁপে তারার আলোর
গানের ঘোরে।

তেমনি করে’ আপন হাতে
ছুঁলে আমার বেদনাতে,
নূতন সৃষ্টি জাগল বুঝি
জীবন-পরে।

বাজে বলেই বাজাও তুমি ;
সেই গরবে
ওগো প্রভু আমার প্রাণে
সকল স’বে।

বিষম তোমার বহ্নিঘাতে
বারেবারে আমার রাতে
জ্বালিয়ে দিলে নূতন তারা
ব্যথায় ভরে’ ॥

১৩ আশ্বিন রাত্রি
শান্তিনিকেতন

আলো যে আজ গান করে মোর প্রাণে গো
কে এল মোর অঙ্গনে, কে জানে গো।

হৃদয় আমার উদাস করে'
কেড়ে নিল আকাশ মোরে
বাতাস আমায় আনন্দবাণ হানে গো।

দিগন্তের ঐ নীল নয়নের ছায়াতে
কুসুম যেন বিকাশে মোর কায়াতে।

মোর হৃদয়ের সুগন্ধ যে
বাহির হল কাহার খোঁজে,
সকল জীবন চাহে কাহার পানে গো॥

১৪ আশ্বিন
শান্তিনিকেতন

৫৭

তোমার দুয়ার খোলার ধ্বনি
ঐ গো বাজে
হৃদয়-মাঝে।

তোমার ঘরে নিশি ভোরে
আগল যদি গেল সরে'
আমার ঘরে রইব তবে
কিসের লাজে ?

অনেক বলা বলেছি, সে
মিথ্যা বলা।
অনেক চলা চলেছি, সে
মিথ্যা চলা।

আজ যেন সব পথের শেষে
তোমার দ্বারে দাঁড়াই এসে,
ভুলিয়ে যেন নেয় না মোরে
আপন কাজে ?

১৬ আশ্বিন
শান্তিনিকেতন

৮৫৮

প্রেমের প্রাণে সইবে কেমন করে'
তোমার যেজন সে যদি গো
দ্বারে দ্বারে ঘোরে।

কাঁদিয়ে তারে ফিরিয়ে আনো,
কিছুতেই ত হার না মানো,
তার বেদনায় তোমার অশ্রু
রইল যে গো ভরে'।

সামান্য নয় তব প্রেমের দান।
বড় কঠিন ব্যথা এ যে
বড় কঠিন টান।

মরণ-স্নানে ডুবিয়ে শেষে
সাজাও তারে মিলন-বেশে,
সকল বাধা ঘুচিয়ে ফেলে
বাঁধ বাহুর ডোরে॥

১৬ আশ্বিন
শান্তিনিকেতন

৫৯

ক্লান্তি আমার ক্ষমা কর প্রভু,
পথে যদি পিছিয়ে পড়ি কভু।

এই যে হিয়া থরথর
কাঁপে আজি এমনতর
এই বেদনা ক্ষমা কর
ক্ষমা কর প্রভু।

এই দীনতা ক্ষমা কর প্রভু,
পিছন পানে তাকাই যদি কভু।

দিনের তাপে রৌদ্রজ্বালায়
শুকায় মালা পূজার থালায়,
সেই ম্লানতা ক্ষমা কর
ক্ষমা কর প্রভু॥

১৬ আশ্বিন
শান্তিনিকেতন

আমার আর হবে না দেরি—
আমি শুনেছি ঐ বাজে তোমার ভেরী

তুমি কি নাথ দাঁড়িয়ে আছ আমার যাবার পথে ?
মনে হয় যে ক্ষণে ক্ষণে মোর বাতায়ন হ'তে
তোমায় যেন হেরি,
আমার আর হবে না দেরি ।

আমার কাজ হয়েচে সারা,
এখন প্রাণে বাঁশি বাজায় সন্ধ্যাতারা ।

দেবার মত যা ছিল মোর নাই কিছু আর হাতে,
তোমার আশীর্ব্বাদের মালা নেব কেবল মাথে
আমার ললাট ঘেরি ;—
এখন আর হবে না দেরি ॥

১৬ আশ্বিন
শান্তিনিকেতন

৬১

ঐ যে সন্ধ্যা খুলিয়া ফেলিল তার
সোনার অলঙ্কার।
ঐ সে আকাশে লুটায়ে আকুল চুল
অঞ্জলি ভরি' ধরিল তারার ফুল,
পূজায় তাহার ভরিল অন্ধকার।

ক্লান্তি আপন রাখিয়া দিল সে ধীরে
স্তব্ধ পাখীর নীড়ে।
বনের গহনে জোনাকি-রতন-জ্বালা
লুকায়ে বক্ষে শান্তির জপমালা
জপিল সে বারবার।

ঐ যে তাহার লুকানো ফুলের বাস
গোপনে ফেলিল শ্বাস।
ঐ যে তাহার প্রাণের গভীর বাণী
শান্ত পবনে নীরবে রাখিল আনি
আপন বেদনাভার।

ঐ যে নয়ন অবগুণ্ঠনতলে
ভাসিল শিশির-জলে।
ঐ যে তাহার বিপুল রূপের ধন
অরূপ-আঁধারে করিল সমর্পণ
চরম নমস্কার॥

১৬ আশ্বিন সন্ধ্যা
শান্তিনিকেতন

৬২

দুঃখ এ নয়, সুখ নহে গো,—
গভীর শান্তি এ যে,
আমার সকল ছাড়িয়ে গিয়ে
উঠল কোথায় বেজে।

ছাড়িয়ে গৃহ ছাড়িয়ে আরাম, ছাড়িয়ে আপনারে
সাথে করে নিল আমায় জন্ম মরণ পারে—
এল পথিক সেজে।
দুঃখ এ নয়, সুখ নহে গো,—
গভীর শান্তি এ যে।

চরণে তার নিখিল ভুবন নীরব গগনেতে
আলো-আঁধার আঁচলখানি আসন দিল পেতে।

এত কালের ভয় ভাবনা কোথায় যে যায় সরে',
ভালো মন্দ ভাঙাচোরা আলোয় ওঠে ভরে',
কালিমা যায় মেজে।
দুঃখ এ নয়, সুখ নহে গো
গভীর শান্তি এ যে॥

১৬ আশ্বিন রাত্রি
শান্তিনিকেতন

এদের পানে তাকাই আমি

বক্ষে কাঁপে ভয়।

সব পেরিয়ে তোমায় দেখি

আর ত কিছু নয়।

একটুখানি সামনে আমার আঁধার জেগে থাকে

সেইটুকুতে সূর্য তারা সবি আমার ঢাকে।

তার উপরে চেয়ে দেখি

আলোয় আলোময়।

ছোট আমার বড় হয় যে

যখন টানি কাছে—

বড় তখন কেমন করে'

লুকায় তারি পাছে।

কাছের পানে তাকিয়ে আমার দিন ত গেছে কেটে,

এবার যেন সন্ধ্যাবেলায় কাছের ক্ষুধা মেটে—

এতকাল যে রইলে দূরে

তোমারি হোক জয়॥

১৬ আশ্বিন রাত্রি
শান্তিনিকেতন

৬৪

হিসাব আমার মিলবে না তা জানি,
যা আছে তাই সামনে দিলাম আনি'।

করজোড়ে রইনু চেয়ে মুখে
বোঝাপড়া কখন যাবে চুকে,
তোমার ইচ্ছা মাথায় লব মানি'।

গর্ব্ব আমার নাই রহিল প্রভু,
চোখের জল ত কাড়বে না কেউ কভু।

নাই বসালে তোমার কোলের কাছে,
পায়ের তলে সবারি ঠাঁই আছে,
ধূলার পরে পাতব আসনখানি॥

১৬ আশ্বিন রাত্রি
শান্তিনিকেতন

৬৫

মেঘ বলেছে যাব যাব,
রাত বলেছে যাই ;
সাগর বলে, কূল মিলেছে
আমি ত আর নাই।

দুঃখ বলে, রইনু চুপে
তাঁহার পায়ের চিহ্নরূপে ;
আমি বলে, মিলাই আমি
আর কিছু না চাই।

ভুবন বলে, তোমার তরে
আছে বরণমালা।
গগন বলে, তোমার তরে
লক্ষ প্রদীপ জ্বালা।

প্রেম বলে যে, যুগে যুগে
তোমার লাগি আছি জেগে ;
মরণ বলে, আমি তোমার
জীবন-তরী বাই॥

১৭ আশ্বিন প্রভাত
শান্তিনিকেতন

৬৬

কাণ্ডারী গো, যদি এবার
পৌঁছে থাক কূলে,
হাল ছেড়ে দাও, এখন আমার
হাত ধরে লও তুলে।

ক্ষণেক তোমার বনের ঘাসে
বসাও আমায় তোমার পাশে,
রাত্রি আমার কেটে গেছে
ঢেউয়ের দোলায় দুলে।

কাণ্ডারী গো, ঘর যদি মোর
না থাকে আর দূরে,
ঐ যদি মোর ঘরের বাঁশি
বাজে ভোরের সুরে,
শেষ বাজিয়ে দাও গো চিতে
অশ্রুজলের রাগিণীতে
পথের বাঁশিখানি তোমার
পথতরুর মূলে॥

১৭ আশ্বিন প্রভাত
শান্তিনিকেতন

ফুল ত আমার ফুরিয়ে গেছে,
শেষ হল মোর গান ;
এবার প্রভু, লও গো শেষের দান।

অশ্রুজলের পদ্মখানি
চরণতলে দিলাম আনি,
ঐ হাতে মোর হাত দুটি লও
লও গো আমার প্রাণ।
এবার প্রভু, লওগো শেষের দান।

ঘুচিয়ে লওগো সকল লজ্জা
চুকিয়ে লও গো ভয়।
বিরোধ আমার যত আছে
সব করে' লও জয়।

লও গো আমার নিশীথ রাতি,
লও গো আমার ঘরের বাতি,
লও গো আমার সকল শক্তি,
সকল অভিমান।
এবার প্রভু, লও গো শেষের দান॥

১৭ আশ্বিন প্রভাত
শান্তিনিকেতন

৬৮

তোমার ভুবন মর্ম্মে আমার লাগে।
তোমার আকাশ অসীম কমল
অন্তরে মোর জাগে।

এই সবুজ এই নীলের পরশ
সকল দেহ করে সরস,
রক্ত আমার রঙিয়ে আছে
তব অরুণ-রাগে।

আমার মনে এই শরতের
আকুল আলোখানি
এক পলকে আনে যেন
বহুযুগের বাণী।

নিশীথ রাতে নিমেযহারা
তোমার যত নীরব তারা
এমন করে' হৃদয়-দ্বারে
আমায় কেন মাগে॥

১৭ আশ্বিন প্রভাত
শান্তিনিকেতন

৬৯

তোমার কাছে এ বর মাগি
মরণ হতে যেন জাগি
গানের সুরে।

যেম্‌নি নয়ন মেলি, যেন
মাতার স্তন্যসুধা-হেন
নবীন জীবন দেয় গো পূরে
গানের সুরে।

সেথায় তরু তৃণ যত
মাটির বাঁশি হতে ওঠে
গানের মত।

আলোক সেথা দেয় গো আনি
আকাশের আনন্দবাণী,
হৃদয় মাঝে বেড়ায় ঘুরে
গানের সুরে॥

১৭ আশ্বিন
সন্ধ্যা
শান্তিনিকেতন

আপন হতে বাহির হয়ে
বাইরে দাঁড়া !
বুকের মাঝে বিশ্বলোকের
পাবি সাড়া ।

এই যে বিপুল ঢেউ লেগেছে
তোর মাঝেতে উঠুক নেচে,
সকল পরাণ দিক্ না নাড়া—
বাইরে দাঁড়া, বাইরে দাঁড়া !

বোস্ না ভ্রমর এই নীলিমায়
আসন লয়ে
অরুণ আলোর স্বর্ণ-রেণু-
মাখা হয়ে ।

যেখানেতে অগাধ ছুটি
মেল্ সেথা তোর ডানা দুটি,
সবার মাঝে পাবি ছাড়া ;
বাইরে দাঁড়া, বাইরে দাঁড়া !

১৭ আশ্বিন
সন্ধ্যা
শান্তিনিকেতন

৭১

এই আবরণ ক্ষয় হবে গো ক্ষয় হবে,
এ দেহমন ভূমানন্দময় হবে।

চোখে আমার মায়ার ছায়া টুটবে গো,
বিশ্বকমল প্রাণে আমার ফুটবে গো,
এ জীবনে তোমারি নাথ জয় হবে।

রক্ত আমার বিশ্বতালে নাচ্‌বে যে,
হৃদয় আমার বিপুল প্রাণে বাঁচ্‌বে যে।

কাঁপবে তোমার আলো-বীণার তারে সে,
দুল্‌বে তোমার তারা-মণির হারে সে,
বাসনা তার ছড়িয়ে গিয়ে লয় হবে॥

১৮ আশ্বিন
প্রভাত
শান্তিনিকেতন

৭২

ওগো আমার হৃদয়বাসী,
আজ কেন নাই তোমার হাসি ?

সন্ধ্যা হল কালো মেঘে,
চাঁদের চোখে আঁধার লেগে ;
বাজ্‌ল না আজ প্রাণের বাঁশী।

রেখেছি এই প্রদীপ মেজে,
জ্বালিয়ে দিলেই জ্বল্‌বে সে যে।
একটুকু মন দিলেই তবে
তোমার মালা গাঁথা হবে,
তোলা আছে ফুলের রাশি॥

১৮ আশ্বিন
সন্ধ্যা
শান্তিনিকেতন

৭৩

পুষ্প দিয়ে মারো যারে
চিন্‌ল না সে মরণকে।
বাণ খেয়ে যে পড়ে, সে যে
ধরে তোমার চরণকে।

সবার নীচে ধূলার পরে
ফেল যারে মৃত্যুশরে
সে যে তোমার কোলে পড়ে
ভয় কি বা তার পড়নকে?

আরামে যার আঘাত ঢাকা,
কলঙ্ক যার সুগন্ধ,
নয়ন মেলে' দেখ্‌ল না সে
রুদ্র মুখের আনন্দ।

মজ্‌ল না সে চোখের জলে,
পৌঁছল না চরণতলে,
তিলে তিলে পলে পলে
ম'ল যে জন পালঙ্কে।

১৯ আশ্বিন
প্রভাত
শান্তিনিকেতন

৭৪

আমার সুরের সাধন রইল পড়ে।
চেয়ে চেয়ে কাটল বেলা
কেমন করে ?

দেখি সকল অঙ্গ দিয়ে,
কি যে দেখি বল্‌ব কি এ ?
গানের মত চোখে বাজে
রূপের ঘোরে।

সবুজ সুধা এই ধরণীর
অঞ্জলিতে
কেমন করে ওঠে ভরে
আমার চিতে ?

আমার সকল ভাবনাগুলি
ফুলের মত নিল তুলি,
আশ্বিনের ঐ আঁচলখানি
গেল ভরে।

১৯ আশ্বিন
শান্তিনিকেতন

৮ ৭৫

কূল থেকে মোর গানের তরী
দিলেম খুলে,—
সাগরমাঝে ভাসিয়ে দিলেম
পালটি তুলে।
যেখানে ঐ কোকিল ডাকে ছায়াতলে—
সেখানে নয়।
যেখানে ঐ গ্রামের বধূ আসে জলে—
সেখানে নয়।
যেখানে নীল মরণ-লীলা উঠ্‌চে দুলে
সেখানে মোর গানের তরী দিলেম খুলে

এবার, বীণা, তোমায় আমায়
আমরা একা।
অন্ধকারে নাইবা কারে
গেল দেখা।
কুঞ্জবনের শাখা হতে যে ফুল তোলে
সে ফুল এ নয়।
বাতায়নের পাতা হতে যে ফুল দোলে
সে ফুল এ নয়।
দিশাহারা আকাশ ভরা সুরের ফুলে
সেই দিকে মোর গানের তরী দিলেম খুলে

১৯ আশ্বিন
শান্তিনিকেতন

৭৬

ঘরের থেকে এনেছিলেম
প্রদীপ জ্বেলে,—
ডেকেছিলেম, "আয়রে তোরা
পথের ছেলে।"

বলেছিলেম, "সন্ধ্যা হোলো,
তোমরা পূজার কুসুম তোলো,
আমার প্রদীপ দেবে পথে
কিরণ মেলে।"

পথের আঁধার পথে রেখে
এলেম ফিরে;
প্রদীপ হাতে পথ দেখানো
ছেড়েছি রে।

এবার বলি, "ওগো আলো,
আমায় তুমি আপনি জ্বালো,
ভাঙা প্রদীপ পথের ধূলায়
দিলেম ফেলে।"

১৯ আশ্বিন
শান্তিনিকেতন

৭৭

সন্ধ্যা হল, একলা আছি বলে'
এই যে চোখে অশ্রু পড়ে গলে'
ওগো বন্ধু, বল দেখি
শুধু কেবল আমার এ কি ?
এর সাথে যে তোমার অশ্রু দোলে

থাক্‌না তোমার লক্ষ গ্রহ তারা,
তাদের মাঝে আছ আমায়-হারা।
সইবে না সে, সইবে না সে,
টান্‌তে আমায় হবে পাশে,
একলা তুমি, আমি একলা হলে॥

১৯ আশ্বিন
সন্ধ্যা
শান্তিনিকেতন

৭৮

বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতেছ,
কেমনে দিই ফাঁকি ?
আধেক ধরা পড়েছি গো,
আধেক আছে বাকি।

কেন জানি আপ্‌না ভুলে
বারেক হৃদয় যায় যে খুলে,
বারেক তারে ঢাকি,—
আধেক ধরা পড়েছি যে
আধেক আছে বাকি।

বাহির আমার শুক্তি যেন
কঠিন আবরণ,—
অন্তরে মোর তোমার লাগি
একটি কান্না-ধন।
হৃদয় বলে তোমার দিকে
রইবে চেয়ে অনিমিখে,
চায় না কেন আঁখি ?
আধেক ধরা পড়েছি যে
আধেক আছে বাকি।

১৯ আশ্বিন
রাত্রি
শান্তিনিকেতন

৭৯

তোমায় সৃষ্টি করব আমি
এই ছিল মোর পণ।
দিনে দিনে করেছিলেম
তারি আয়োজন।
তাই সাজালেম আমার ধূলো,
আমার ক্ষুধাতৃষ্ণাগুলো,
আমার যত রঙীন্ আবেশ,
আমার দুঃস্বপন।

"তুমি আমায় সৃষ্টি কর"
আজ তোমারে ডাকি
"ভাঙো আমার আপন মনের
মায়া-ছায়ার ফাঁকি।
তোমার সত্য, তোমার শান্তি,
তোমার শুভ্র অরূপ কান্তি,
তোমার শক্তি, তোমার বহ্নি
ভরুক এ জীবন॥"

২০ আশ্বিন
প্রভাত
শান্তিনিকেতন

৮০

সারা জীবন দিল আলো
সূর্য্য গ্রহ চাঁদ,
তোমার আশীর্ব্বাদ, হে প্রভু,
তোমার আশীর্ব্বাদ।

মেঘের কলস ভরে ভরে
প্রসাদ-বারি পড়ে ঝরে,
সকল দেহে প্রভাত বায়ু
ঘুচায় অবসাদ,—
তোমার আশীর্ব্বাদ, হে প্রভু,
তোমার আশীর্ব্বাদ

তৃণ যে এই ধূলার পরে
পাতে আঁচলখানি,
এই যে আকাশ চির-নীরব
অমৃতময় বাণী,—
ফুল যে আসে দিনে দিনে
বিনা রেখার পথটি চিনে,
এই যে ভুবন দিকে দিকে
পূরায় কত সাধ,
তোমার আশীর্ব্বাদ, হে প্রভু
তোমার আশীর্ব্বাদ।

২০ আশ্বিন
প্রভাত
শান্তিনিকেতন

৮১

সরিয়ে দিয়ে আমার ঘুমের
পর্দ্দাখানি
ডেকে গেল নিশীথ রাতে
কে না জানি ?

কোন্ গগনের দিশাহারা
তন্দ্রাবিহীন একটি তারা ?
কোন্ রজনীর দুঃস্বপনের
আর্ত্তবাণী ?
ডেকে গেল নিশীথ রাতে
কে না জানি ?

আঁধার রাতে ভয় এসেছে
কোন্ সে নীড়ে ?
বোঝাই তরী ডুব্‌ল কোথায়
পাষাণ তীরে ?
এই ধরণীর বক্ষ টুটে
এ কি রোদন এল ছুটে
আমার বক্ষে বিরামহারা
বেদন হানি ?
ডেকে গেল নিশীথ রাতে
কে না জানি ?

২১ আশ্বিন
শান্তিনিকেতন

৮২

ব্যথার বেশে এল আমার দ্বারে
কোন অতিথি, ফিরিয়ে দেবনারে।

জাগব বসে সকল রাতি ;
ঝড়ের হাওয়ায় ব্যাকুল বাতি
আগুন দিয়ে জ্বাল্‌ব বারেবারে।

আমার যদি শক্তি নাহি থাকে
সবার কান্না আমায় কেন ডাকে ?
দুঃখ দিয়ে জানাও, রুদ্র,
ক্ষুদ্র আমি নইত ক্ষুদ্র,
ভয় দিয়েছ ভয় করিনে তারে।

ব্যথা যখন এল আমার দ্বারে
তারে আমি ফিরিয়ে দেবনারে॥

২১ আশ্বিন
শান্তিনিকেতন

৮৩

"আমি পথিক, পথ আমারি সাথী।"
দিন সে কাটায় গণি গণি
বিশ্বলোকের চরণধ্বনি,
তারার আলোয় গায় সে সারারাতি।

কত যুগের রথের রেখা
বক্ষে তাহার আঁকে লেখা,
কত কালের ক্লান্ত আশা
ঘুমায় তাহার ধূলায় আঁচল পাতি।

বাহির হলেম কবে সে নাই মনে।
যাত্রা আমার চলার পাকে
এই পথেরই বাঁকে বাঁকে
নূতন হল প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।

যত আশা পথের আশা,
পথে যেতেই ভালবাসা,
পথে চলার নিত্যরসে
দিনে দিনে জীবন ওঠে মাতি॥

২১ আশ্বিন
শান্তিনিকেতন

৮৪

বৃন্ত হতে ছিন্ন করি শুভ্র কমলগুলি
কে এনেছে তুলি ?
তবু ওরা চায় যে মুখে নাই তাহে ভর্ৎসনা,
শেষ-নিমেষের পেয়ালা-ভরা অম্লান সান্ত্বনা,
মরণের মন্দিরে এসে মাধুরী সঙ্গীত
বাজায় ক্লান্তি ভুলি
শুভ্র কমলগুলি।

এরা তোমার ক্ষণকালের নিবিড়-নন্দন
নীরব চুম্বন,
মুগ্ধ নয়ন-পল্লবেতে মিলায় মরি মরি
তোমার সুগন্ধশ্বাসে সকল চিত্ত ভরি ;
হে কল্যাণলক্ষ্মী, এরা আমার মর্ম্মে তব
করুণ অঙ্গুলি
শুভ্র কমলগুলি॥

২১ আশ্বিন
শান্তিনিকেতন

৮৫

বাজিয়েছিলে বীণা তোমার
দিই বা না দিই মন
আজ প্রভাতে তারি ধ্বনি
শুনি সকল ক্ষণ।

কত সুরের লীলা সে যে
দিনে রাতে উঠ্‌ল বেজে,
জীবন আমার গানের মালা
করেছ কল্পন।

আজ শরতের নীলাকাশে,
আজ সবুজের খেলায়,
আজ বাতাসের দীর্ঘশ্বাসে,
আজ চামেলির মেলায়
কত কালের গাঁথা বাণী
আমার প্রাণের সে গানখানি
তোমার গলায় দোলে যেন
করিনু দর্শন॥

২৩ আশ্বিন
বুদ্ধ গয়া

৮৬

আবার যদি ইচ্ছা কর
আবার আসি ফিরে
দুঃখসুখের ঢেউ-খেলানো
এই সাগরের তীরে ।

আবার জলে ভাসাই ভেলা,
ধূলার 'পরে করি খেলা,
হাসির মায়ামৃগীর পিছে
ভাসি নয়ননীরে ।

কাঁটার পথে আঁধার রাতে
আবার যাত্রা করি ;
আঘাত খেয়ে বাঁচি, কিম্বা
আঘাত খেয়ে মরি ।

আবার তুমি ছদ্মবেশে
আমার সাথে খেলাও হেসে,
নূতন প্রেমে ভালবাসি
আবার ধরণীরে ॥

২৩ আশ্বিন
বুদ্ধ গয়া

৮৭

অচেনাকে ভয় কি আমার ওরে ?
অচেনাকেই চিনে চিনে
উঠ্‌বে জীবন ভরে।

জানি জানি আমার চেনা
কোনো কালেই ফুরাবে না,
চিহ্নহারা পথে আমায়
টান্‌বে অচিন্‌-ডোরে।

ছিল আমার মা অচেনা
নিল আমায় কোলে।
সকল প্রেমই অচেনা গো
তাই ত হৃদয় দোলে।

অচেনা এই ভুবন-মাঝে
কত সুরেই হৃদয় বাজে,
অচেনা এই জীবন আমার,
বেড়াই তারি ঘোরে॥

২৩ আশ্বিন
বুদ্ধ গয়া

৯৮

যে দিল ঝাঁপ ভবসাগর-মাঝখানে
কূলের কথা ভাবে না সে,
চায় না কভু তরীর আশে,
আপন সুখে সাঁতার-কাটা সেই জানে
ভবসাগর-মাঝখানে।

রক্তে যে তার মেতে ওঠে
মহাসাগর-কল্লোলে,
ওঠা-পড়ার ছন্দে হৃদয়
ঢেউয়ের সাথে ঢেউ তোলে।

অরুণ আলোর আশিস লয়ে
অস্তরবির আদেশ বয়ে
আপন সুখে যায় সে চলে কার পানে
ভবসাগর-মাঝখানে॥

২৩ আশ্বিন
বুদ্ধ গয়া

৮৯

সন্ধ্যাতারা যে ফুল দিল
তোমার চরণতলে
তারে আমি ধুয়ে দিলেম
আমার নয়নজলে।

বিদায়-পথে যাবার বেলা ম্লান রবির রেখা
সারা দিনের ভ্রমণবাণী লিখ্‌ল সোনার লেখা,
আমি তাতেই সুর বসালেম
আপন গানের ছলে।

স্বর্ণ আলোর রথে চড়ে'
নেমে এল রাতি,
তারি আঁধার ভরে' আমার
হৃদয় দিনু পাতি'।

মৌন-পারাবারের তলে হারিয়ে-যাওয়া কথায়,
বিশ্ব-হৃদয়-পূর্ণ-করা বিপুল নীরবতায়
আমার বাণীর স্রোত মিলিছে
নীরব কোলাহলে॥

২৩ আশ্বিন সন্ধ্যা
বুদ্ধ গয়া

৯০

এ দিন আজি কোন্ ঘরে গো
খুলে দিল দ্বার ?
আজি প্রাতে সূর্য্য ওঠা
সফল হল কার ?

কাহার অভিষেকের তরে
সোনার ঘটে আলোক ভরে,
উষা কাহার আশিষ বহি
হল আঁধার পার ?

বনে বনে ফুল ফুটেছে,
দোলে নবীন পাতা,
কার হৃদয়ের মাঝে হল
তাদের মালা গাঁথা ?

বহু যুগের উপহারে
বরণ করি নিল কারে ?
কার জীবনে প্রভাত আজি
ঘোচায় অন্ধকার ?

২৪ আশ্বিন প্রভাত
বুদ্ধ গয়া

৯১

তোমার কাছে চাইনে আমি
অবসর।
আমি গান শোনাব গানের পর।
বাইরে হোথায় দ্বারের কাছে
কাজের লোকে দাঁড়িয়ে আছে,
আশা ছেড়ে যাক্‌না ফিরে
আপন ঘর।—
আমি গান শোনাব গানের পর।

জানিনা এর কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা নয়
জানিনা কে কোন্‌টা রাখে কোন্‌টা লয়।

চল্‌বে হৃদয় তোমার পানে
শুধু আপন চলার গানে,
ঝরার সুখে ঝরবে সুরের
এ নির্ঝর।
আমি গান শোনাব গানের পর॥

২৪ আশ্বিন
বুদ্ধ গয়া

৯২

এখানে ত বাঁধা পথের
অন্ত না পাই,
চল্‌তে গেলে পথ ভুলি যে
কেবলি তাই।

তোমার জলে, তোমার স্থলে,
তোমার সুনীল আকাশতলে,
কোনোখানে কোনো পথের
চিহ্নটি নাই।

পথের খবর পাখীর পাখায়
লুকিয়ে থাকে।
তারার আগুন পথের দিশা
আপ্‌নি রাখে।
ছয় ঋতু ছয় রঙীন রথে
যায় আসে যে বিনা পথে,
নিজেরে সেই অচিন্‌-পথের
খবর শুধাই॥

২৪ আশ্বিন
বুদ্ধ গয়া

৯৩

যা দেবে তা দেবে তুমি আপন হাতে
এই ত তোমার কথা ছিল আমার সাথে।

তাই ত আমার অশ্রুজলে
তোমার হাসির মুক্তা ফলে,
তোমার বীণা বাজে আমার বেদনাতে।
যা কিছু দাও, দাও যে তুমি আপন হাতে

পরের কথায় চল্‌তে পথে ভয় করি যে।
জানি আমার নিজের মাঝে আছ নিজে।

ভুল আমারে বারেবারে
ভুলিয়ে আনে তোমার দ্বারে,
আপন মনে চলি গো তাই দিনে রাতে।
যা কিছু দাও, দাও যে তুমি আপন হাতে

২৪ আশ্বিন
বুদ্ধ গয়া

পথে পথেই বাসা বাঁধি,

মনে ভাবি পথ ফুরালো,

কোন্ অনাদি কালের আশা

হেথায় বুঝি সব পূরালো !

কখন্ দেখি আঁধার ছুটে

স্বপ্ন আবার যায় যে টুটে,

পূবদিকের তোরণ খুলে

নাম ডেকে যায় প্রভাত-আলো।

আবার কবে নবীন ফুলে

ভরে নূতন দিনের সাজি ;

পথের ধারে তরুমূলে

প্রভাতী সুর ওঠে বাজি।

কেমন করে নূতন সাথী

জোটে আবার রাতারাতি,

দেখি রথের চূড়ার পরে

নূতন ধ্বজা কে উড়ালো ॥

২৫ আশ্বিন

বুদ্ধ গয়া

৯৫

পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা হে,
পথে চলাই সেই ত তোমায় পাওয়া
যাত্রাপথের আনন্দগান যে গাহে
তারি কণ্ঠে তোমারি গান গাওয়া।

চায় না সেজন পিছন পানে ফিরে,
বায় না তরী কেবল তীরে তীরে,
তুফান তারে ডাকে অকূল নীরে
যার পরাণে লাগ্‌ল তোমার হাওয়া।
পথে চলাই সেই ত তোমায় পাওয়া।

পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা হে,
পথিক-চিত্তে তোমার তরী বাওয়া।
দুয়ার খুলে সমুখ পানে যে চাহে
তার চাওয়া যে তোমার পানে চাওয়া

বিপদ বাধা কিছুই ডরে না সে,
রয় না পড়ে কোনো লাভের আশে,
যাবার লাগি মন তারি উদাসে—
যাওয়া সে যে তোমার পানে যাওয়া,
পথে চলাই সেই ত তোমায় পাওয়া॥

২৫ আশ্বিন
বেলা ষ্টেশন

৯৬

জীবন আমার যে অমৃত
আপন মাঝে গোপন রাখে
প্রতিদিনের আড়াল ভেঙে
কবে আমি দেখব তাকে ?

তাহারি স্বাদ ক্ষণে ক্ষণে
পেয়েছি ত আপন মনে,
গন্ধ তারি মাঝে মাঝে
উদাস করে' আমায় ডাকে।

নানা রঙের ছায়ায় বোনা
এই আলোকের অন্তরালে
আনন্দরূপ লুকিয়ে আছে
দেখব না কি যাবার কালে ?

যে নিরালায় তোমার দৃষ্টি
আপ্‌নি দেখে আপন সৃষ্টি
সেইখানে কি বারেক আমায়
দাঁড় করাবে সবার ফাঁকে ?

২৫ আশ্বিন
পাল্কীপথে
বেলা

৯৭

সুখের মাঝে তোমায় দেখেছি,
দুঃখে তোমায় পেয়েছি প্রাণ ভরে।
হারিয়ে তোমায় গোপন রেখেছি,
পেয়ে আবার হারাই মিলন-ঘোরে।

চির জীবন আমার বীণা-তারে
তোমার আঘাত লাগ্‌ল বারেবারে,
তাই ত আমার নানা সুরের তানে
তোমার পরশ প্রাণে নিলেম ধ'রে

আজ ত আমি ভয় করিনে আর
লীলা যদি ফুরায় হেথাকার।
নূতন আলোয় নূতন অন্ধকারে
লও যদি বা নূতন সিন্ধুপারে
তবু তুমি সেই ত আমার তুমি,
আবার তোমায় চিন্‌ব নূতন করে

২৫ আশ্বিন
পাল্কীপথে
বেলা

৯৮

পথের সাথী, নমি বারম্বার।
পথিকজনের লহ নমস্কার।

ওগো বিদায়, ওগো ক্ষতি,
ওগো দিন-শেষের পতি,
ভাঙা-বাসার লহ নমস্কার।

ওগো নবপ্রভাত-জ্যোতি
ওগো চিরদিনের গতি
নূতন আশার লহ নমস্কার।

জীবনরথের হে সারথি,
আমি নিত্য পথের পথী
পথে চলার লহ নমস্কার॥

২৪ আশ্বিন
রেলপথে
বেলা হইতে গয়ায়

অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো,
সেইত তোমার আলো।
সকল দ্বন্দ্ব-বিরোধমাঝে জাগ্রত যে ভালো,
সেইত তোমার ভালো।

পথের ধূলায় বক্ষ পেতে রয়েছে যেই গেহ
সেইত তোমার গেহ।
সমর-ঘাতে অমর করে রুদ্রনিঠুর স্নেহ
সেইত তোমার স্নেহ।

সব ফুরালে বাকি রহে অদৃশ্য যেই দান
সেইত তোমার দান।
মৃত্যু আপন পাত্রে ভরি বহিছে যেই প্রাণ
সেইত তোমার প্রাণ।

বিশ্বজনের পায়ের তলে ধূলিময় যে ভূমি
সেইত স্বর্গভূমি।
সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি
সেইত আমার তুমি॥

২৯ আশ্বিন
এলাহাবাদ

গতি আমার এসে
ঠেকে যেথায় শেষে
অশেষ সেথা খোলে আপন দ্বার।
যেথা আমার গান
হয় গো অবসান
সেথা গানের নীরব পারাবার।

যেথা আমার আঁখি
আঁধারে যায় ঢাকি
অলখ লোকের আলোক সেথা জ্বলে।
বাইরে কুসুম ফুটে
ধুলায় পড়ে টুটে,
অন্তরে তা অমৃত ফল ফলে।

ক্ষুদ্র বৃহৎ হয়ে
চলে যখন বয়ে,
তখন সে পায় বৃহৎ অবকাশ।
যখন আমার আমি
ফুরায়ে যায় থামি
তখন আমার তোমাতে প্রকাশ॥

২৯ আশ্বিন
এলাহাবাদ

১০১

ভেঙেছে দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ম্ময়,
তোমারি হউক্ জয়।
তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়,
তোমারি হউক্ জয়।

হে বিজয়ী বীর, নবজীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে,
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে,
বন্ধন হোক ক্ষয়।
তোমারি হউক্ জয়।

এস দুঃসহ, এস এস নির্দ্দয়,
তোমারি হউক জয়।
এস নির্ম্মল, এস এস নির্ভয়,
তোমারি হউক্ জয়।

প্রভাতসূর্য্য, এসেছ রুদ্রসাজে,
দুঃখের পথে তোমার তূর্য্য বাজে,
অরুণবহ্নি জ্বালাও চিত্তমাঝে
মৃত্যুর হোক্ লয়।
তোমারি হউক্ জয়॥

৩০ আশ্বিন প্রভাত
এলাহাবাদ

১০২

তোমায় ছেড়ে দূরে চলার
নানা ছলে
তোমার মাঝে পড়ি এসে
দ্বিগুণ বলে।
নানান্ পথে আনাগোনা
মিলনেরই জাল সে বোনা,
যতই চলি ধরা পড়ি
পলে পলে।

শুধু যখন আপন কোণে
পড়ে থাকি
তখনি সেই স্বপন-ঘোরে
কেবল ফাঁকি।
বিশ্ব তখন কয়না বাণী,
মুখেতে দেয় বসন টানি',
আপন ছায়া দেখি, আপন
নয়ন-জলে॥

১ কার্ত্তিক
এলাহাবাদ

১০৩

যখন তোমায় আঘাত করি
তখন চিনি।
শত্রু হয়ে দাঁড়াই যখন
লও যে জিনি।
এ প্রাণ যত নিজের তরে
তোমারি ধন হরণ করে
ততই শুধু তোমার কাছে
হয় সে ঋণী।

উজিয়ে যেতে চাই যতবার
গর্ব্বসুখে,
তোমার স্রোতের প্রবল পরশ
পাই যে বুকে।
আলো যখন আলসভরে
নিবিয়ে ফেলি আপন ঘরে
লক্ষ তারা জ্বালায় তোমার
নিশীথিনী॥

১ কার্ত্তিক সন্ধ্যা
এলাহাবাদ

১০৮

কেমন করে তড়িৎ আলোয়
দেখ্‌তে পেলেম মনে
তোমার বিপুল সৃষ্টি চলে
আমার এই জীবনে।
সে সৃষ্টি যে কালের পটে
লোকে লোকান্তরে রটে,
একটু তারি আভাস কেবল
দেখি ক্ষণে ক্ষণে।

মনে ভাবি, কান্নাহাসি
আদর অবহেলা
সবই যেন আমায় নিয়ে
আমারি ঢেউ-খেলা।
সেই আমি ত বাহনমাত্র
যায় সে ভেঙে মাটির পাত্র,
যা রেখে যায় তোমার সে ধন
রয় তা তোমার সনে।

তোমার বিশ্বে জড়িয়ে থাকে
আমার চাওয়া পাওয়া।
ভরিয়ে তোলে নিত্যকালের
ফাল্গুনেরি হাওয়া।
জীবন আমার দুঃখে সুখে
দোলে ত্রিভুবনের বুকে,
আমার দিবানিশির মালা
জড়ায় শ্রীচরণে।

আপন মাঝে আপন জীবন
দেখে যে মন কাঁদে।
নিমেষগুলি শিকল হয়ে
আমায় তখন বাঁধে।
মিট্‌ল দুঃখ, টুট্‌ল বন্ধ,
আমার মাঝে, হে আনন্দ,
তোমার প্রকাশ দেখে', মোহ
ঘুচ্‌ল এ নয়নে॥

১ কার্ত্তিক সন্ধ্যা
এলাহাবাদ

১০৫

এই নিমেষে গণনাহীন
নিমেষ গেল টুটে,—
একের মাঝে এক হয়ে মোর
উঠ্‌ল হৃদয় ফুটে।
বক্ষে কুঁড়ির কারায় বন্ধ
অন্ধকারের কোন্ সুগন্ধ
আজ প্রভাতে পূজার বেলায়
প'ড়ল আলোয় লুটে।

তোমায় আমায় একটুখানি
দূর যে কোথাও নাই।
নয়ন মুদে নয়ন মেলে
এক তো দেখি তাই।
যেই খুলেছি আঁখির পাতা,
যেই তুলেছি নত মাথা,
তোমার মাঝে অম্‌নি আমার
জয়ধ্বনি উঠে॥

কার্ত্তিক প্রভাত
এলাহাবাদ

১০৬

যাস্‌নে কোথাও ধেয়ে,
দেখ্‌রে কেবল চেয়ে !
ঐ যে পূরব গগন মূলে
সোনার বরণ পালটি তুলে
আস্‌চে তরী বেয়ে
দেখ্‌রে কেবল চেয়ে !

ঐ যে আঁধার তটে
আনন্দগান রটে।
অনেক দিনের অভিসারে
অগম গহন জীবন-পারে
পৌঁছিল তোর নেয়ে,
দেখ্‌রে কেবল চেয়ে।

ঐ যে রে তোর তরী
আলোয় গেল ভরি।
চরণে তার বরণডালা
কোন্ কাননের বক্ষে মালা
গন্ধে গগন ছেয়ে ?
দেখ্‌রে কেবল চেয়ে।

২ কার্ত্তিক প্রভাত
১৩২১
এলাহাবাদ

১০৭

মুদিত আলোর কমল কলিকাটিরে
রেখেছে সন্ধ্যা আঁধার পর্ণপুটে।
উতরিবে যবে নব প্রভাতের তীরে
তরুণ কমল আপনি উঠিবে ফুটে।
উদয়াচলের সে তীর্থপথে আমি
চলেছি একেলা সন্ধ্যার অনুগামী,
দিনান্ত মোর দিগন্তে পড়ে লুটে।

সেই প্রভাতের স্নিগ্ধ সুদূর গন্ধ
আঁধার বাহিয়া রহিয়া রহিয়া আসে।
আকাশে যে গান ঘুমাইছে নিঃস্পন্দ
তারাদীপগুলি কাঁপিছে তাহারি শ্বাসে।
অন্ধকারের বিপুল গভীর আশা,
অন্ধকারের ধ্যান-নিমগ্ন ভাষা
বাণী খুঁজে ফিরে আমার চিত্তাকাশে।

জীবনের পথ দিনের প্রান্তে এসে
নিশীথের পানে গহনে হয়েছে হারা
অঙ্গুলি তুলি তারাগুলি অনিমেষে
মাভৈঃ বলিয়া নীরবে দিতেছে সাড়া
ম্লান দিবসের শেষের কুসুম তুলে
এ কূল হইতে নব-জীবনের কূলে
চলেছি আমার যাত্রা করিতে সারা।

হে মোর সন্ধ্যা, যাহা কিছু ছিল সাথে
রাখিনু তোমার অঞ্চলতলে ঢাকি।
আঁধারের সাথী, তোমার করুণ হাতে
বাঁধিয়া দিলাম আমার হাতের রাখী।
কত যে প্রাতের আশা ও রাতের গীতি,
কত যে সুখের স্মৃতি ও দুখের প্রীতি,
বিদায় বেলায় আজিও রহিল বাকী।

যা কিছু পেয়েছি, যাহা কিছু গেল চুকে,
চলিতে চলিতে পিছে যা রহিল পড়ে,
যে মণি দুলিল যে ব্যথা বিঁধিল বুকে,
ছায়া হয়ে যাহা মিলায় দিগন্তরে,
জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা,
ধূলায় তাদের যত হোক্ অবহেলা,
পূর্ণের পদ-পরশ তাদের পরে।

২ কার্ত্তিক সন্ধ্যা
এলাহাবাদ

১০৮

এই তীর্থ-দেবতার ধরণীর মন্দির-প্রাঙ্গণে
যে পূজার পুষ্পাঞ্জলি সাজাইনু সযত্ন চয়নে
সায়াহ্নের শেষ আয়োজন ; যে পূর্ণ প্রণামখানি
মোর সারাজীবনের অন্তরের অনির্ব্বাণ বাণী
জ্বালায়ে রাখিয়া গেনু আরতির সন্ধ্যা-দীপ মুখে
সে আমার নিবেদন তোমাদের সবার সম্মুখে
হে মোর অতিথি যত ! তোমরা এসেছ এ জীবনে
কেহ প্রাতে, কেহ রাতে, বসন্তে, শ্রাবণ-বরিষণে ;
কারো হাতে বীণা ছিল, কেহ বা কম্পিত দীপশিখা
এনেছিলে মোর ঘরে ; দ্বার খুলে দুরন্ত ঝটিকা
বারবার এসেছে প্রাঙ্গণে। যখন গিয়েছ চলে
দেবতার পদচিহ্ন রেখে গেছ মোর গৃহতলে।
আমার দেবতা নিল তোমাদের সকলের নাম ;
রহিল পূজায় মোর তোমাদের সবারে প্রণাম ॥

কার্ত্তিক প্রভাত
১৩২১
এলাহাবাদ